কল্যানিয়াসু হেম,

তুমি ঠিকি বলো,দ্বিধাই আমার জীবন।অকুষাদ বাবার তলব শুনিয়া গৃহে ফিরিয়া দেখি,বাবা আমার অজান্তে,আমার বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন।বাবার বিরোধিতা করিলে তিনি আমাকে ত্যাজ্য করিবেন শুনিয়াও,তোমার মুখখানি মনে করিয়া গভীরভাবে সংকল্পবদ্ধ ছিলাম।

বিশ্বাস কর হেম,পিতৃ আদেশ অগ্রাহ্ করিতে দ্বিধা হয়নাই কিন্তু এই অপরাজিতার অনুরোধ কিছুতেই অগ্রাহ্ করিতে পরিলাম না।কোথা হইতে যেন দ্বিধার প্লাবন আসিয়া কঠিন সংকল্প প্রাচীর ভাঙিয়া দিলো।আমার হতবুদ্ধি মনে সমুক্ষে সমগ্র পৃথিবী ঝাপসা ঠেকিলো,সকল বাদনুবাদ অর্থহীন মনে হইলো।আমার মনের ভিতর কেবল ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলো তোমারি কণ্ঠে শুনা তোমারই কবির গান 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়....'।

কুসুমবনে যে তরী আসিয়া লাগে,সে যে কোন সর্বনাশের নদী পার করিয়া আসিয়াছে তোমার কবি হয়তো তাহা জানেন,আমি জানতাম না।গোধুলি লগনের মেঘ সহসা ভয়ংকর অতিকায় অন্ধকারের রূপ ধরিয়া আমাদের নৌকাগুলিকে আক্রমণ করিল,ঝড় বৃষ্টির শব্দ আর চারিপাশের আর্তচিৎকারের মধ্যে তলাইয়া যাইতে যাইতে একবার বোধহয় তোমার মুখখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম হেম।প্রলয়ংকর সেই রাত্রির পর চোখ মেলীলাম এক নির্মল আকাশের নিচে শুভ্র কাশবনের মধ্যে।

সমুদ্র সম্পর্কে প্রবাদ বাক্য আছে "সে নাকি কিছুই কারিয়া লয় না অবশেষে ফিরাইয়া দেয়",নদী সম্পর্কেও যে তাহা প্রযোজ্য তা প্রথমবার জানিলাম।কিন্তু নদী যাহা কারিয়া লয় নাই,যাহা কেবল আমার দ্বিধার বসে হারাইয়াছি, তাহা ফেরত পাইবার আশা এ জীবনে আর করিনা।আজ হইতে আমার অন্য জীবন হেম ,অন্য মানুষের সঙ্গে।কিন্তু সেই জীবনে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে যদি তোমার নিকট সবকিছু প্রকাশ করিতে না পারি ,তবে আমাদের এতোদিনকার সম্পর্ককে অসম্মান করা হইবে।জানিনা হেম এই পত্র শেষঅব্ধি তোমার নিকট পৌছাইবে কিনা,হয়তো আমার সভাবচিত দ্বিধা আসিয়া আবার তাহাকে দিকভ্রান্ত করিবে।কিন্তু মনে মনেও তোমাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইয়া অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো প্রতুটা লঘুভার বোধ করিতেছি।পারিলে আমাকে মার্জনা করিও।

তোমার চিরশুভার্থী

রমেশ